৪. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর

সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন : "কবি শেখরের কোনো কোনো পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের সুর দেওয়া বিখ্যাত 'এ ভরা বাদরমাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'পদটি। পদটি সর্বপ্রথম মিলিয়াছে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পীতাম্বর দাসের অষ্টরস ব্যাখ্যায়। সেখানে শেখরেরই ভণিতা। এ ভণিতা অন্যত্রও মিলিয়াছে।

ভণহুঁ শেখর কইছে বঞ্চব
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

একটি পুরানো পদ সংগ্রহ পুঁথিতে পাঠান্তর পাইতেছি,

ভনয়ে শেখর কৈছে গোঙাব
কানু বিনু এহো রাতিয়া।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) — আনন্দ (১৯৯১) / পৃ: ৩৮৩)

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন এই পদটি রচনার কৃতিত্ব শেখরকে দিতে চান। যিনি 'ছোট বিদ্যাপতি', নামে নিজের সময়ে খ্যাত হয়েছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু মনে করেন, বিদ্যাপতি ও শেখরের মধ্যে একজন প্রাচীন ও একজন অর্বাচীন-কেবল এই কারণে একজন বড় একজন ছোট বিদ্যাপতি-এই অভিধা পান নি। প্রতিভার সামর্থ্যগত ভেদ মান্য করেই সমকাল এই উপাধি অর্পণ করেছিল। বলা বাহুল্য কবি-প্রতিভার দিক থেকে শেখর বিদ্যাপতির 'সমকক্ষ' একথা স্বীকার করা যায় না। সমালোচক বলেন, "মানিতে হইবে কবি শেখরের কতক পদ বিদ্যাপতির কতক সাধারণ পদের তুল্য, এমন কি চৈতন্যোত্তর যুগের পরিচর্যায় স্থান বিশেষে অধিক মার্জিত মসৃণ। তথাপি প্রতিভার সমুন্নতির ক্ষেত্রে যখন আসি দেখি, বিদ্যাপতির বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পদের সহিত কবিশেখরের শ্রেষ্ঠ পদের কোনো রূপ তুলনাই চলিতে পারে না।" (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য; শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ:২২৪-২৫)

বিদ্যাপতির তুলনায় অল্প কবিশক্তির অধিকারী শেখর কেবল বিদ্যাপতির নয়, সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট পদের রচয়িতার দাবীদার। কিন্তু সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদের মতে, "এই পদটি শেখরের প্রমাণিত হইলে বিদ্যাপতির মর্যাদাহানি অপেক্ষা শেখরের মর্যাদা স্ফীতি বিপুল রকমে ঘটিয়া যায় !"-একথা আমরাও অস্বীকার করি না।

ডঃ সুকুমার সেন একদা শেখরের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তি দেখিয়েছিলেন,

(১) পদটি শেখরের ভণিতায় সপ্তদশ শতকের পদ সংকলনে (অষ্টরস ব্যাখ্যা) স্থান পেয়েছে।

(২) পদটির ভণিতায় শেখর লিখেছেন : "ভণয়ে শেখর কৈছে বঞ্চব সে হরি বিনু ইহ রাতিয়া।" এটাই শুদ্ধ পাঠ। পক্ষান্তরে বিদ্যাপতির ভণিতাংশ হোলো : 'বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়ব হরি বিনে দিন রাতিয়া।' ডঃ সেন বলেন, "কিন্তু এখানে ভরা বাদল নিশীথের কথা হইতেছে, দিন রাতিয়া আসে কোথা হইতে ?"

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের যুক্তিকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন :

(১) "যদি উহা সর্বপুরাতন পাঠ ও হয়, তথাপি উহাই কি সর্ব পুরাতন উল্লেখ ? পুঁথি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হইলে কি কাব্যের ও অর্বাচীনত্ব স্বীকার করিতে হইবে ? বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি কি বাংলার প্রাচীনতম কাব্য ?" (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য) (২) দ্বিতীয় যুক্তি সম্পর্কে

Scanned with CamScanner

সমালোচক বলেন, "ভরা বাদল নিশীথের কথায় 'রাতিয়া গোঙায়বি' চলিতে পারে, দিন রাতিয়া নহে। সত্য না কি ? যেহেতু রাত্রির কথা হইতেছে, অতএব অসহ দিন যামিনীর কথা বলা চলিবে না, দিনটিকে সযত্নে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ রাত্রির কথাই বলিতে হইবে। রাধিকার বিরহের যন্ত্রণা কি শুধু ঐ রাত্রির জন্যে ? এত খণ্ডিত, অব্যাপ্ত ? দিনের কথা বলিলেই যদি অনৌচিত্য, তবে, অন্য কাব্যের কথা তুলিব না, এই কাব্যেই "ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া"একেবারে অচল; কারণ রাধিকার কি একেবারে বোধবুদ্ধি নাই যে তাঁহার ঘরের বর্ষাকে সমস্ত পৃথিবীর উপর অবলীলাক্রমে চাপাইলেন! ... বিপরীত পক্ষে, কাব্যের দ্বিতীয় পঙক্তিতে দেখিতেছি, প্রিয় শূন্য মন্দিরের জন্য রাধিকার দুঃখ সমস্ত 'ভাদরের'। আর 'মাহভাদর' নিশ্চয় শুধু ভাদ্র রাতগুলি লইয়া নয়।" (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য)

এরপর পদটির কবি মানসিকতার কথা বিচার্য। বলার ধরণের দিক থেকে পদটি বিদ্যাপতির বলে অনুমান করা খুবই সঙ্গত। বিদ্যাপতি যেভাবে একটি মিলনের - ভাবসম্মিলনের — পদ শুরু করেন - কি কহবরে সখি আনন্দ ওর, সেভাবেই শুরু করেন বিরহের পদও। 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' এই উদাত্ত ঘোষণা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর্জগতের এই অর্গলমুক্ত সম্পৃক্তি বিদ্যাপতির অন্যান্য পদে যেমন বারে বারে ঘটে এখানেও সাধারণভাবে তাই ঘটেছে।

এই সূত্র ধরে সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিদ্যাপতির অন্যান্য পদের সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন। যেগুলি বিতর্কিত পদের ভাবের স্বগোত্রীয়। এবং বলাবাহুল্য, শেখরের পদসম্ভারে এরূপ সমভাবের পদের প্রাচুর্য কই ? মিত্র মজুমদার সংস্করণের বিদ্যাপতি পদাবলীর ৫১০ সংখ্যক পদেও আছে মেঘ-বর্ষণ, বল্লভ বিদেশে, মদনের আধার নায়িকা ও শূন্য মন্দিরের কথা। ১৭৪ সংখ্যক পদে ভাদ্রমাস, ঘন ঘোর বৃষ্টি - দর্দুর ও ময়ূরের রব - এর কথা আছে। ৬০৪ সংখ্যক পদেও ময়ূর দর্দুরের ডাক :

'মোর দাদুর সোর অহর্নিশি'

৭১৯ সংখ্যক পদে আছে:

ধারা সঘন বরস ধরণীতল
বিজুরা দশ দিশ বিন্ধই
ফিরি ফিরি উতরোল ডাক ডাহুকিনী
বিরহিনী কৈসে জীবই।

উপকরণপুঞ্জ, ভাব এবং বাচন ভঙ্গির এত মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতির নয় বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা শেখর কিংবা বিদ্যাপতি কারোর কবি-স্বরূপের প্রতি সুবিচার করেন বলে তো মনে হয় না।

Scanned with CamScanner